গীতিমালা

গীতিমালা

জাকিয়া পারভিন

গীতিমালা
জাকিয়া পারভিন
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ২০০/-(দুইশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৯৮০৬-৭-৪

ISBN: 978-984-99806-7-4

Gitimala by Zakia Parvin, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 200/- (Two Hundred Taka Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : 01611-913214

উ ৎ স র্গ

বইটি তাদের জন্য
যাঁরা সঙ্গীত ভালোবাসে।

ভূমিকা

সাহিত্যের আদিমতম শাখা কবিতা। একজন কবির সঙ্গীতমুখর জীবনের প্রতিফলন হচ্ছে গীতিকবিতা অর্থাৎ কবি হৃদয়ের একান্ত অনুভূতির প্রকাশ হলো গীতিকবিতা। সব মিলিয়ে বলা যায়, যে কবিতায় কবি তার একান্ত আবেগ-অনুভূতিকে এক সাবলীল ও আন্তরিক গীতিপ্রবণ ভাষায় ব্যক্ত করেন তাকেই মন্ময় বা গীতিকবিতা বলা যায়। সাহিত্যের আদিকাল থেকেই গীতিকবিতার সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যের সার্থক গীতিকবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। এরপর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কামিনী রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অক্ষয় কুমার বড়ালসহ অনেকেই গীতিকবিতায় সুনাম কুড়িয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে নারী জাগরণের মধ্য দিয়ে নারী কবিদের আবির্ভাব ঘটে। তারা আজ ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়েছেন। কবি জাকিয়া পারভিনের গীতিমালা গ্রন্থে ৩০টি আধুনিক গান রয়েছে। প্রতিটি গানেই তিনি সহজ, সরল, সাবলীল ভাষায় শ্রুতিমধুর শব্দ চয়নে বেশ পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। যা সহজেই পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হবে। প্রকৃতি তার লেখার মূল উপজীব্য। এছাড়া স্মৃতি, স্বপ্ন, প্রেম-বিরহ, নিসর্গের ওপরও তিনি লেখনী ধারণ করেছেন। গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হলে কবির শ্রম সার্থক হবে।

সূচি

চঞ্চল মন মোর মেলেছে ডানা ❑ ১১
অভিমান করে তুমি চলে যেও না ❑ ১২
সেদিন তুমি দাঁড়িয়েছিলে জানালা ধরে একা ❑ ১৩
অনেক দিনের পরে তোমায় দেখতে এলেম দ্বারে ❑ ১৪
তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে পথ চেয়ে থাকি ❑ ১৫
জানি না কেন আজি উন্মন মন ❑ ১৬
আজি এ বরষক্ষণে মন ঘরে রয় না ❑ ১৭
আলতো পায়ে নূপুর পরে জলকে বধূ যায় ❑ ১৮
মনের জানালা ধরে তুমি আছো দাঁড়িয়ে ❑ ১৯
ও চাঁদ তুমি জ্যোৎস্না জোয়ার ছড়িয়ে যাও ❑ ২০
উন্মন মন উন্মন মন ফাগুন রঙে সাজে ❑ ২১
ভোরের আলো আমার মনে স্বপ্ন এনেছে ❑ ২২
সাগর তীরে ঝিনুক কুড়ে মালা গেঁথেছি ❑ ২৩
তুমি আসবে বলে আমি দ্বার খুলে রেখেছি ❑ ২৪
আজ এই শ্রাবণ সন্ধ্যায় তুমি কেন এলে না ❑ ২৫
এসো এসো এসো তুমি এসো আমার ঘরে ❑ ২৬
তুমি আমার বন্ধু হবে একবার শুধু বলো ❑ ২৭
লাজুক লাজুক চরণ ফেলে বধূ ঘাটে যায় ❑ ২৮
কি গান শোনাব বলো তোমাদের জলসা ঘরে ❑ ২৯
সেদিনের রাত ছিলো শ্রাবণের রাত ❑ ৩০
আমার মনের আঙিনায় অতিথি কে এলো ❑ ৩১
কেন ভালোবেসে মোরে কাছে নিলে না ❑ ৩২
ওগো নিরুপমা তোমার রূপের নেই তুলনা ❑ ৩৩
আজকে আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা ❑ ৩৪
কে যেনো আজ অরুণ রাঙা ফাগুন ভোরে ❑ ৩৫
খোলা হাওয়ায় পাল উড়িয়ে ভাসিয়ে দিলেম তরী ❑ ৩৬
নিত্য ভোরে চেয়ে দেখি বাতায়ন খুলে ❑ ৩৭
তুমি প্রথম সুর তুলেছো আমার হৃদয় বীণায় ❑ ৩৮
আকাশের ঐ নীল সীমানায় ❑ ৩৯
আমি নিরব রাতের ঘুম হারা পাখি ❑ ৪০

১

চঞ্চল মন মোর মেলেছে ডানা
হারিয়ে যায় দূরে মানে না মানা।

নয়ন জুড়ে আবেশ জাগে
তোমার পরশ অনুরাগে
তোমার দ্বারে খুঁজি যেনো মোর ঠিকানা।
চঞ্চল মন মোর মেলেছে ডানা।

সাগর বুকে কত ঢেউ খেলে যায়
আমার হিয়া তাই সুখ খুঁজে পায়।

রঙিন খামে চিঠির ভাষা
প্রাণে জাগায় নতুন আশা
আলোর পাখি মগ্ন গানে সুর দিওয়ানা।
চঞ্চল মন মোর মেলেছে ডানা।

২

অভিমান করে তুমি চলে যেও না
আঁখি মোর ছলোছলো কেন বুঝো না।

হৃদয় দুয়ার খুলে
আশার প্রদীপ জ্বেলে
বসে আছি তব তরে তুমি এলে না।
অভিমান করে তুমি চলে যেও না।

ফুলে ফুলে ফুলদানি সাজিয়ে রেখেছি
এলো চুলে ফুলহার যতনে বেঁধেছি।

প্রাণের মাঝারে আসি
বাজাবে মধুর বাঁশি।
পথ পানে চেয়ে থাকি সে কি ছলনা।
অভিমান করে তুমি চলে যেও না।

৩

সেদিন তুমি দাঁড়িয়েছিলে জানালা ধরে একা
অঙ্গে তোমার নীলশাড়ি নয়নে কাজল রেখা।

লাজুক হাসি তোমার অধর জুড়ে
শাড়ির আঁচল বাতাস খেলায় উড়ে
অনুভবে তোমার ছবি কখনও পাইনি দেখা।
সেদিন তুমি দাঁড়িয়েছিলে জানালা ধরে একা।

তোমায় দেখে ডাকছে ডালে 'বউ কথা কও' পাখি
ইচ্ছে করে মধুর ক্ষণে তোমায় ধরে রাখি।

আমায় দেখে চপল চরণ ফেলে
হঠাৎ করে লুকিয়ে কোথায় গেলে
'ভালোবাসি' হয়নি বলা কাব্যে তোমায় লেখা।
সেদিন তুমি দাঁড়িয়েছিলে জানালা ধরে একা।

৪

অনেক দিনের পরে তোমায় দেখতে এলেম দ্বারে
আঁধার ঘরে বসে বসে ভাবছো কী আমারে।

তোমার মনে ভালোবাসা নেইকো আগের মতো
বদলে গেছো অনেকখানি কেঁদে অবিরত
মুখের ভাষা হারিয়ে গেছে বলবো কী তোমারে।
আঁধার ঘরে বসে বসে ভাবছে কী আমারে।

হাতটি আমার বাড়িয়ে দিলেম একটু স্বপন চেয়ে
বনের পাখি মিলনের গান উঠলো বুঝি গেয়ে।

চুপটি করে রইলে তুমি বললে নাকো কথা
বুকের মাঝে উঠলো বেজে পুরোনো সেই ব্যথা
মনের কথা রইলো মনে কাঁদন চুপিসারে।
আঁধার ঘরে বসে বসে ডাকো কী আমারে।

৫

তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে পথ চেয়ে থাকি
হৃদয় ডোরে কান্না ঝরে জলে ভরে আঁখি।

হঠাৎ করে কোথায় চলে গেলে
তোমার ঘরে আমায় একা ফেলে
নীরব তৃষ্ণা গহীন ব্যথা প্রাণে ধরে রাখি
তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে পথ চেয়ে থাকি।

নয়ন জুড়ে তোমার ছবি রেখেছি যতন করে
না বলা কথা মনে আমার গুমরে গুমরে মরে,

ফাগের রঙে মন-মহল রাঙিয়ে
হারিয়ে গেলে সুখের ছোঁয়া দিয়ে
সুখ পাখিটি উড়ে গেলো মোরে দিয়ে ফাঁকি।
তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে পথ চেয়ে থাকি।

৬

জানি না কেন আজি উন্মন মন
মধুর আবেশে জড়ানো নয়ন।

ফুলের ফাগুন এলো ভুবন দ্বারে
প্রাণেতে পরশ লাগে বারেবারে
সুরের বীণা তারে দুলিছে স্বপন।
জানি না কেন আজি উন্মন মন।

চম্পা চামেলি ফুলে বেঁধেছি চুল
হৃদয়ের কথাকলি ফুটিতে ব্যাকুল।

প্রাণের পরশ বুঝি গীত হয়ে বাজে
মন মহলে মন অপরূপে সাজে
রঙে রঙে রঙিন বিবশ লগন।
জানি না কেন আজি উন্মন মন।

৭

আজি এ বরষ ক্ষণে মন ঘরে রয় না
সাথী হারা বেদনা প্রাণে মম সয় না।

আমি বসে আছি একা
নেইকো তোমার দেখা
সমীরণ কেঁদে ফিরে ধীরে ধীরে বয় না।
আজি এ বরষ ক্ষণে মন ঘরে রয় না।

কদম্ব কেয়া ফুলে প্রজাপতি উড়ছে
বিবাগী মন মোর বনে বনে ঘুরছে।

রিমঝিম বারি ঝরে
হৃদয়ে আবেশ ভরে
কি যে করি ভেবে মরি সাথী কেউ হয় না।
আজি এ বরষ ক্ষণে মন ঘরে রয় না।

৮

আলতো পায়ে নূপুর পরে জলকে বধূ যায়
ঘোমটা মাথায় আঁখি মেলে ফিরে ফিরে চায়।

হাতের কাঁকন বাজে রিনিঝিনি
বাতাস ছড়ায় তারি মধুর ধ্বনি
ঝলমলে রেশমী আঁচল উড়ে মেঘের ছায়।
আলতো পায়ে নূপুর পরে জলকে বধূ যায়।

মেঠো পথে হেঁটে চলে দেখতে ভারি লাগে
মনের মানুষ কাছে পেতে ইচ্ছে বুঝি জাগে।

রূপসী বউ রূপসাগরে ভাসে
সন্ধ্যাতারা তার পরশে হাসে
রাখাল ছেলের বাঁশির সুরে থমকে সে দাঁড়ায়।
আলতো পায়ে নূপুর পরে জলকে বধূ যায়।

৯

মনের জানালা ধরে তুমি আছো দাঁড়িয়ে
কাছে ডেকে নিলো মোরে দুটি হাত বাড়িয়ে।
আমার সুখের কোনো নেই সীমানা।

আঁখির তারাতে জাগে স্বপ্ন
তোমাতে এ মন যেন মগ্ন
তুমি মোর কাছে এলে যত বাঁধা ছাড়িয়ে।
আমার সুখের কোনো নেই সীমানা।
মনের জানালা ধরে তুমি আছো দাঁড়িয়ে।

আমিতো উজাড় করে দিয়েছি সব তুলে
তুমি কি বরণ করে নিয়েছো ফুলে ফুলে।

মনের দুয়ার খুলে রাখি
খুশির জোয়ারে ভেসে থাকি
সাধ হয় প্রাণে মম দূরে যাই হারিয়ে।
আমার সুখের কোনো নেই সীমানা।
মনের জানালা ধরে তুমি আছো দাঁড়িয়ে।

১০

ও চাঁদ তুমি জ্যোৎস্না জোয়ার ছড়িয়ে যাও
আলোর স্রোতে আঁধার ভুবন ভাসিয়ে দাও।

তোমার বুকে আলোর খেলা
তোমার সনে তারার মেলা
সাগর জলে মিতালি করে তুমি সুখ খুঁজে পাও।
ও চাঁদ তুমি জ্যোৎস্না জোয়ার ছড়িয়ে যাও।

আমি যখন মুগ্ধ চোখে তোমায় চেয়ে দেখি
মনের খাতায় রঙে রঙে তোমার ছবি আঁকি।

আকাশ সীমায় আছো বসে
আমার খুশি তোমায় মিশে
হৃদয় পথে আলো দিয়ে তুমি সঙ্গী করে নাও।
ও চাঁদ তুমি জ্যোৎস্না জোয়ার ছড়িয়ে যাও।

১১

উন্মন মন উন্মন মন উন্মন মন ফাগুন রঙে সাজে
গুন গুন গুন গুন গুন গুণ অলির গান বাজে।

কানন ভরে কুসুম কলি ফুটে
বনে বনে ভোমর অলি ছুটে
নয়নে আমার জড়ানো আবেশ রাঙালো কোন লাজে।
গুন গুন গুন গুন গুন গুন অলির গান বাজে।

তুলেছি ফুল বেঁধেছি চুল শুধু তোমার জন্য
খুলেছি ডোর তুমি যে মোর সবার চেয়ে অনন্য।

মন মহলে তুমি যে রাজরানী
প্রাণে তোমার পরশ আছে জানি
ভীরু ভীরু মন উড়ে অনুক্ষণ, আকাশ সীমার মাঝে।
গুন গুন গুন গুন গুন গুন অলির গান বাজে।

১২

ভোরের আলো আমার মনে স্বপ্ন এনেছে
আঁখি পাতে মাতাল হাওয়ার দোলা লেগেছে।

কুহুকুহু কোকিল গান শুনি
রঙিন ফুলে মিলন মালা বুনি
রিক্ত হিয়ায় নতুন আলোর আশা জেগেছে।
ভোরের আলো আমার মনে স্বপ্ন এনেছে।

পুরোনো সব গ্লানি ব্যথা ভুলে যেন যাই
নতুন সাজে পৃথিবীকে আবার খুঁজে পাই।

মিষ্টি সুরে পূরব গান বাজে
সুখের ছোঁয়া প্রাণের ভাঁজে ভাঁজে
জীবন নদী পূর্ণ হয়ে খুশির বানে ভেসেছে।
ভোরের আলো আমার মনে স্বপ্ন এনেছে।

১৩

সাগর তীরে ঝিনুক কুড়ে মালা গেঁথেছি
তোমার গলে পরাব বলে প্রহর গুণেছি।

বলাকারা যায় উড়ে যায় দূরে
আমার মনে ভাবনা যত ঘুরে
রঙ তুলিতে জল রঙে তোমার ছবি এঁকেছি।
সাগর তীরে ঝিনুক কুড়ে মালা গেঁথেছি।

সাগর রানী জলের সনে জলকেলিতে মাতে
নীলের জলে ইচ্ছে আমার ভাসে দিনে রাতে।

পারাপারে জলরাশি ঢেউ তুলে
আঁখি পাতে স্বপ্নেরা ডোর খুলে
তুমি আমার মন বাহার শুধুই জেনেছি।
সাগর তীরে ঝিনুক কুড়ে মালা গেঁথেছি।

১৪

তুমি আসবে বলে আমি দ্বার খুলে রেখেছি
তুমি আসবে বলে মনের খাতায় ছবি এঁকেছি।

স্বপ্ন আমার নয়ন মাঝে
ভেসে বেড়ায় নতুন সাজে
দেয়াল জুড়ে তোমার ছবি আমি বারে বারে দেখেছি।
তুমি আসবে বলে আমি দ্বার খুলে রেখেছি।

তুমি আসবে বলে বনে বনে রঙের মেলা
তুমি আসবে বলে প্রাণে প্রাণে মিলন খেলা।

দূর আকাশে পূর্ণিমা চাঁদ
হৃদয়ে জাগে অজানা সাধ
নীরব রাতে তারার পানে অকারণে চেয়ে থেকেছি।
তুমি আসবে বলে আমি দ্বার খুলে রেখেছি।

১৫

আজ এই শ্রাবণ সন্ধ্যায় তুমি কেন এলে না
ঝিরঝির খেলছে সজল হাওয়া তুমি ধরা দিলে না।
তুমি কেন এলে না।

রিমঝিম বাদল ধারাতে
মন চায় সুদূরে হারাতে
বলাকারা নীল ছুঁয়ে উড়ে উড়ে যায় তুমি ডেকে নিলে না।
তুমি কেন এলে না।
আজ এই শ্রাবণ সন্ধ্যায় তুমি কেন এলে না।

তটিনীর জল করে ছলছল যায় সাগর পানে
তুমি পাশে নেই শূন্য হৃদয় ভরে ব্যথার গানে।

দূর বনে শ্রাবণ সন্ধ্যায়
মেতে উঠে পাখিরা কুলায়
মধুক্ষণ অকারণে নয়নে মিলায় সে কি তব ছলনা।
তুমি কেন এলে না।
আজ এই শ্রাবণ সন্ধ্যায় তুমি কেন এলে না।

১৬

এসো এসো এসো তুমি এসো আমার ঘরে
ভালোবাসা প্রাণে মনে এ গান তোমার তরে।

বরষা নিশি মুখর হলো
মনের কথা না হয় বলো
গোলাপ ফোটা মিলন তিথি সুবাসে থাক ভরে।
এসো এসো এসো তুমি এসো আমার ঘরে।

সাগর জলে জ্যোৎস্না হাসে হৃদয় পাগলপারা
মন গহীনে তোমার পরশ নয়ন নিদ হারা।

মাতাল হাওয়া গানে গানে
গভীর তৃষা জাগায় প্রাণে
জীবনের গান গেয়ে যাব তোমার হাত ধরে।
এসো এসো এসো তুমি এসো আমার ঘরে।

১৭

তুমি আমার বন্ধু হবে একবার শুধু বলো
চুপটি করে থেকো না আর বন্ধ দুয়ার খুলো।

তোমার কথা ভাবি কত
দিবস যামি অবিরত
দাও না কেন ডাকে সাড়া তোমার কি যে হলো।
তুমি আমার বন্ধু হবে একবার শুধু বলো।

নয়ন মুদে থাকি যখন
তোমার ছবি ভাসে তখন।

বুকের কান্না বুকে লয়ে
ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় যে বয়ে
বন্ধু ভেবে এসো কাছে অভিমান সব ভুলো।
তুমি আমার বন্ধু হবে একবার শুধু বলো।

১৮

লাজুক লাজুক চরণ ফেলে বধূ ঘাটে যায়
মাথায় পরা ঘোমটাখানি বাতাসে উড়ায়।

ছড়িয়ে মুখে মিষ্টি হাসি
কণ্ঠে তার সুরের বাঁশি
দুষ্টু হাওয়া দুষ্টুমিতে আবেশে জড়ায়।
লাজুক লাজুক চরণ ফেলে বধূ ঘাটে যায়।

কাজল পরা নয়ন তুলে মুখটি ঢেকে রাখে
দোয়েল, ঘুঘু লাজ কাড়তে ডালে ডালে ডাকে।

কলসী ভরে আপন মনে
চেয়ে থাকে সুদূর পানে
সবুজ মাঠের শ্যামলিমায় মন হারাতে চায়।
লাজুক লাজুক চরণ ফেলে বধূ ঘাটে যায়।

১৯

কি গান শোনাব বলো তোমাদের জলসা ঘরে
বেদনা আমার আহত পাখিসম শুধুই কেঁদে মরে।

কণ্ঠে আমার নেইকো গানের কথা
গুমরি গুমরি কাঁদে হৃদয়ের ব্যথা
তবুও আমি জীবনের গান গাইবো সবার তরে।
কি গান শোনাব বলো তোমাদের জলসা ঘরে।

জলসা ঘরে আজ অনেক আলোর ঝলকানি
আসরে আমি সবার চেয়ে নগণ্য জানি।

আমার গানে জাগে না প্রাণে শিহরণ
ভরবে না তোমাদের হিয়া তনু মন
গানের মাঝে জীবনের কথা বলব কেমন করে।
কি গান শোনাব বলো তোমাদের জলসা ঘরে।

২০

সেদিনের রাত ছিলো শ্রাবণের রাত
আকাশে চাঁদ ছিলো মেঘে ঢাকা
রিমঝিম ঝরছিলো বাদল ধারা
মন শুধু চেয়েছিলো তোমাকে
তাই তোমাতেই চেয়ে থাকা।

বসে আছি নিরবে জানালা খুলে
মন জুড়ে স্মৃতিগুলো উঠছে দুলে
হৃদয়ের ক্যানভাসে শুধু তোমারই ছবি আঁকা।

সেদিনের রাত ছিলো শ্রাবণের রাত
আকাশে চাঁদ ছিলো মেঘে ঢাকা।

নিঝুম নিশিরাতে তোমাকেই চাই
ভাবনার তরী বেয়ে কাছে ছুটে যাই।

ঝরো ঝরো বারি ঝরে সুরে সুরে
মধুময় এই ক্ষণে থেকো না দূরে
সাথি মোর এসো কাছে পথ যত হোক আঁকাবাঁকা।
সেদিনের রাত ছিলো শ্রাবণের রাত
আকাশে চাঁদ ছিলো মেঘে ঢাকা।

২১

আমার মনের আঙিনায় অতিথি কে এলো
খুশিতে তাই মনটা আমার আজকে ভরে গেলো।

নতুন নতুন লাগে সবই
হৃদয়ে তাঁর ভাসে ছবি
রঙিন রঙিন স্বপন বুঝি আঁখি খুঁজে পেলো।
আমার মনের আঙিনায় অতিথি কে এলো।

গানের পাখি খাঁচার ভিতর গাইছে মধুর গান
দুষ্টু হাওয়া দুষ্টুমিতে ভরিয়ে দিলো প্রাণ।

নয়ন লাজে রাঙা হলো
মনের কথা এবার বলো।
তাঁরই ছোঁয়ায় ভাবনা আমার হয় যে এলোমেলো।
আমার মনের আঙিনায় অতিথি কে এলো।

২২

কেন ভালোবেসে মোরে কাছে নিলে না
তৃষিত হৃদয়ে সুধা ঢেলে দিলে না।

শূন্য বাগানে নেই ফুলরাশি
অকারণে মন হয় উদাসী
তুমি বিনে ভুবনে সুখ মিলে না।
কেন ভালোবেসে মোরে কাছে নিলে না।

নিরালাতে বসে ভাবি কত স্মৃতিকথা
এই বুঝি কাছে এলে ভেঙে নীরবতা।

পথ চেয়ে আজো বসে থাকি
আশার ভেলা ভাসিয়ে রাখি
তব ছবি আঁখি কোলে মন ভুলে না।
কেন ভালোবেসে মোরে কাছে নিলে না।

২৩

ওগো নিরুপমা তোমার রূপের নেই তুলনা
গরবিনী হয়ে তুমি আমায় ভুলনা।

তোমার রূপের চমক লেগে
হৃদয় আমার উঠলো জেগে
মুখটি তোমার ঢেকে রাখো ঘোমটা খুলো না।
তোমার রূপের নেই তুলনা।

বনের পাখি তোমার রূপের গান ধরেছে
কুসুম ছুঁয়ে ভোমর অলি মন ভরেছে

তোমার রূপের এতো বন্যা
কোথায় পেলে বলো কন্যা
ডাগর ডাগর কাজল চোখে তুমি চেয়ে থেকো না।
তোমার রূপের নেই তুলনা।

২৪

আজকে আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা
সুদূর পানে যাচ্ছি আমি ঠিকানা নেই জানা।
নেই জানা নেই জানা।

নীল আকাশে পাখির মত উড়ে
বিশ্ব ভুবন দেখবো ঘুরে ঘুরে
সাতটি সাগর পাড়ি দেবো মেলে দিয়ে মোর ডানা
মোর ডানা মোর ডানা।
আজকে আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা।

অচিনপুরে যেথা থাকে গল্প কথার বুড়ি
বন-বনান্তে উড়িয়ে দেবো সাধের রঙিন ঘুড়ি।

কাব্য গানে মাতাবো এই ভুবন
রাঙা আলোয় রাঙিয়ে সবার মন
দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবো রঙিন খামে মোর ঠিকানা
মোর ঠিকানা মোর ঠিকানা।
আজকে আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা।

২৫

কে যেনো আজ অরুণ রাঙা ফাগুন ভোরে
ডাক দিয়ে যায় পূরব গানের সুরে সুরে।

বাতাসে শুনি মধুর গীতি
প্রভাত দ্বারে সুখের প্রীতি
নয়ন নীরে মধুর স্মৃতি অকারণে বেড়ায় ঘুরে।
কে যেনো আজ অরুণ রাঙা ফাগুন ভোরে।

কানন জুড়ে কুসুম ঘ্রাণে মুখর অলি
পাখি ডেকে যায় যে ছুটে বনের গলি।

হৃদয়ে মোর আবেশ জাগে
দখিন হাওয়া সোহাগ মাগে
মনের চাওয়া শুধুই খুঁজি প্রাণের ডোরে।
কে যেনো আজ অরুণ রাঙা ফাগুন ভোরে।

২৬

খোলা হাওয়ায় পাল উড়িয়ে ভাসিয়ে দিলেম তরী
হৃদয় বীণায় সুর জেগেছে আহা মরি মরি।

বাতাস জলে মিলন খেলা
আকাশ পারে মেঘের মেলা
স্বপ্ন ছোঁয়া আকুল এ মন আবেশে যায় ভরি।
হৃদয় বীণায় সুর জেগেছে আহা মরি মরি।

ঢেউয়ের দোলায় ভাঙা তরী যায় কোথা যায় ভেসে
তীরে তীরে ভীড়ে আবার জলের সনে মিশে।

মাঝ দরিয়ায় অথই পানি
হাওয়ায় দুলে তরীখানি
শেষ বেলাতে শংকা জাগে উপায় কি যে করি।
হৃদয় বীণায় সুর জেগেছে আহা মরি মরি।

২৭

নিত্য ভোরে চেয়ে দেখি বাতায়ন খুলে
আঙিনা মোর ভরে আছে মাধবী ফুলে ফুলে।

মধু তরে আসে অলি
এলোমেলো পথ চলি
প্রজাপতি পাখনা মেলে আপন মনে দুলে।
নিত্য ভোরে দেখি বাতায়ন খুলে।

মউ মউ মউ ফুলের সুবাস কত ভালো লাগে
হৃদয় বীণায় পূরব গানের সুর যেন জাগে।

বনে বনে ডাকে পাখি
স্বপ্ন মাখা চপল আঁখি
সোনার রবির আলোর ছোঁয়ায় সব কিছু যাই ভুলে।
নিত্য ভোরে চেয়ে দেখি বাতায়ন খুলে।

২৮

তুমি প্রথম সুর তুলেছো আমার হৃদয় বীণায়
তুমি বিনে সে সুর আমার যায় হারিয়ে যায়।

আমিতো বন্ধু তোমার তরে
গেয়েছি গান জীবন ভরে
তবু কেন নিঠুর ভুবন আমাকে কাঁদায়।
তুমি প্রথম সুর তুলেছো আমার হৃদয় বীণায়।

সুরের পাখি কোথা গেলো জানি না কিছু
তোমায় ডেকে পাইনি সাড়া কত ডাকি পিছু।

কেন এতো নিঠুর তুমি
সেই কথাটি ভাবি আমি
তোমার আশায় পথ চেয়ে বসি নিরালায়।
তুমি প্রথম সুর তুলেছো আমার হৃদয় বীণায়।

২৯

আকাশের ঐ নীল সীমানায়
মন আমার হারিয়ে যেতে চায়
কে যেন ডাকে আয় আয় আয়
আকাশের ঐ নীল সীমানায়।

ফাগুনের ফাগ রঙে মন রাঙালো
অলিরা গুনগুনিয়ে ঘুম ভাঙালো
নয়নে দোল লাগে দখিন হাওয়ায়।
আকাশের ঐ নীল সীমানায়।

কে যেন বনে বাজায় ব্যাকুল বাঁশরী
বাতায়নে খেলা করে স্বপন তরী।

কোকিলের কুহু সুরে মন বিবাগী
ফুলের ঘ্রাণ নিয়ে ভোমর সোহাগী
বনে বনে রূপের বাহার হৃদয় হারায়।
আকাশের ঐ নীল সীমানায়।

৩০

আমি নিরব রাতের ঘুম হারা পাখি
সাথী বিহনে শুধু করি ডাকাডাকি।

মন পাখি বলে ভেবো না কিছু
যে চলে গেছে তারে ডেকো না পিছু
শূন্য হৃদয়ে তব ছবি ধরে রাখি।
আমি নিরব রাতের ঘুমহারা পাখি।

ফুলের মালা গেঁথে রেখেছি সযতনে
দখিন হাওয়ার দোলা লেগেছে মনে।

তোমায় খুঁজে ফিরি নিশিরাতে
ব্যথার অশ্রু ঝরে আখিপাতে
আসবে তুমি কাছে পথ চেয়ে থাকি।
আমি নিরব রাতের ঘুম হারা পাখি।

কবি পরিচিতি

জাকিয়া পারভিন। জন্ম ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট।
জন্মস্থান: শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলার অন্তর্গত তারাগঞ্জ বাজার। পিতা মরহুম মোহাম্মদ আলী তালুকদার। মাতা মরহুম হাজেরা খাতুন। দীর্ঘদিন শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি চাকরিতে কর্মরত ছিলেন। শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নের সময় ম্যাগাজিনে লেখা প্রকাশিত হয়েছে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম.এ., এম.এড.
প্রাথমিক শিক্ষা: তারাগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়।
মাধ্যমিক শিক্ষা: তারাগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।
উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক: কুমুদিনী কলেজ, টাঙ্গাইল।
এম.এ.: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা)।
বি.এড. ও এম.এড.: ময়মনসিংহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত)। তাঁর প্রকাশিত সাড়া জাগানো কাব্যগুলো হলো: রোদেলা দুপুর, জেগে ওঠে কবি, বসন্তবিলাস, অপরাজিতা, আকাশসীমা, মেঘের মিছিল, জল নূপুর। তাঁর প্রকাশিত 'কাব্য সমাহার' পাঠকমহলে সাড়া জাগিয়েছে।
শিশুদের জন্য তাঁর প্রকাশিত ছড়ার বই 'ফুল পাখিদের ছড়া' ও 'ছড়ায় ছড়ায় আমার দেশ', শিশু-কিশোরদের হৃদয় আন্দোলিত করেছে। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ লেখা প্রকাশ-এর ১২টি সাহিত্য সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ছায়ানীড় প্রকাশনা থেকে পেয়েছেন সম্মাননা স্মারক।

কবি জাকিয়া পারভিন-এর গীতিমালা বইটি পড়ে ভাল লাগলো। প্রকাশকের মাধ্যমে জানতে পারলাম কবি জাকিয়া পারভিন- এর বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ পড়ে মনে হয়েছে তিনি ছন্দ সচেতন কবি। 'গীতিমালা' কবির আধুনিক গানের বই। স্বপ্ন, স্মৃতি, আবেশ, বিরহ ভাবের সমন্বয়ে কবি গানগুলো লিখেছেন। চমৎকার সমন্বয় রয়েছে ছন্দ ও মাত্রার। মুখরা, অন্তরা ও স্থায়ী অন্তরার মধ্যে বিষয়বস্তু ও ভাবের সুন্দর মেলবন্ধন রয়েছে। আশা করি বইটি পাঠক হৃদয়কে ছুঁয়ে যাবে। আমি কবির দীর্ঘায়ু ও সফলতা কামনা করছি।